Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীজির ﷺ বৈবাহিক জীবন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা:নুসরাত জাহান মামুনী

রোলঃ ২৩১০০১২১১৬৫

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীজির ﷺ বৈবাহিক জীবন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা:নুসরাত জাহান মামুনী

রোলঃ ২৩১০০১২১১৬৫

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নবীজির ﷺ বৈবাহিক জীবন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা:নুসরাত জাহান মামুনী, আইডিঃ ২৩১০০১২১১৬৫ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নবীজির ﷺ বৈবাহিক জীবন " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

মোছা:নুসরাত জাহান মামুনী

আইডিঃ ২৩১০০১২১১৬৫

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

টপিক-১:নবীজির স্ত্রীগনের পরিচয়। 6

টপিক-২:স্ত্রীদের সাথে নবিজির ﷺআচরণ। 7

টপিক-৩খাদিজা রাযি প্রতি নবীজির সা এর ভালোবাসা: 9

টপিক -৪:স্ত্রীদের প্রতি নবীজি ﷺ ভালোবাসার প্রকাশে সুবিদিত ছিলেন। 11

টপিক- ৫ রাসূল ﷺ আদর্শ স্বামী হিসেবে স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ। 13

টপিক -৬: স্ত্রীদের অসুস্থতা ও দৈনন্দিন জীবনে নবিজী ﷺ 15

টপিক -৮: নবীজি ﷺ যেভাবে তার স্ত্রীদের আমাদের জন্য আদর্শ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। 19

টপিক -৯: স্ত্রীদের বেশি বেশি দানের ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। 21

টপিক ১০: নবীজি ﷺ সন্তানের সাথে যেভাবে সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। 22

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

শুরু করছি মহান রব্বুল আলামিন এর কাছে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করে যদি আমার মতো এই অধমের দ্বারা নবীজির (সা:) বৈবাহিক জীবন এই বিষয়ের উপর পড়াশোনা করার ও কিছু লিখার তাওফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

দূরুদও সালাম সেই মানুষটির প্রতি যার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শﷺ

একদিন তিনি ﷺ তার সাহাবিদের বললেন,

আমার ভাইদের খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই?তিনি বললেন, না তোমরা আমার ভাই না, তোমরা আমার সাহাবি। আমার ভাই হলো তারা যারা এখনো দুনিয়ায় আসেননি।

সুবহানাল্লাহ, আমাদের দুনিয়ায় আগমনের আগেই তিনি ﷺ আমাদের ভালোবেসেন। আমাদের দেখতে চেয়েছেন।

এমন ভালোবাসার নজির পৃথিবীতে কোথাও পাওয়া যাবে না।

বর্তমান যুগে যেখানে পারিবারিক কলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, পরকিয়াহর মতো ঘটনাগুলে ঘটছে সেখানে নবীজি(সা:) আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন একটি আদর্শ পরিবার কেমন হবে তার রূপচিএ সেই সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগেই।আমাদের এই পারিবারিক কলহ, অশান্তি, পরকিয়াহ অবসান ঘটানো সম্ভব নবীজী (সা:)এর আদর্শ জীবনে বাস্তবায়ন করানোর মাধ্যমে।

সবশেষে বরের কাছে শুকরিয়া আদায় করছি আমাকে IOMএর সাথে যুক্ত করে দেওয়ার জন্য।এমন একটা নেয়ামত দান করার , আমি জন্য যার মাধ্যমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ধাবিত হতে পেড়েছি।আলহামদুলিল্লাহ। রব IOM এর সাথে সম্পর্কিত সকলকে উওম থেকে উওম বারাকাহ দান করুন।আমিন।

টপিক-১:নবীজির স্ত্রীগনের পরিচয়।

নবীজি ﷺ তার স্ত্রীদের প্রতি অনেক দয়ালু ও যত্নশীল ছিলেন তার মোট ১১ জন স্ত্রী ছিলেন -খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ, আয়িশা বিনতে
আবু বাকর,হাফসা বিনতে উমার,সাওদা বিনতে যামআ,যায়না বিনতে জাহশ, যায়নাব বিনতে খুযায়মা আল-হিলালিয়্যা,উম্মে সালামা হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া, উম্মে হাবীবা রামলা বিনতে আবু সুফিয়ান, মায়মুনা বিনতে আল-হারিস,জুওয়াইরিয়্যা বিনতে আল-হারিস,সাফিয়্যা বিনতে হুওয়াই।
এর মধ্যে সর্বপ্রথম স্ত্রী ছিলেন খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা:)।তিনি জীবিত থাকাকালীন রাসুলুল্লাহ সাঃ আর কোনো স্ত্রী গ্রহন করেন নি।এর পর রাসুলুল্লাহ সাঃ আয়শা রা: কে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সবচেয়ে কম বয়স্কা ও কুমারি স্ত্রী। এর পর তিনি (সা:)সাওদা বিনতে জামআ রা:কে বিয়ে করেন। এবং এর পর বিভিন্ন প্রয়োজনে। একে একে বাকি স্ত্রীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি ﷺ এর ওফাত এর সময় নয় জন স্ত্রী জীবিত ছিলেন।

নবীজি ﷺএর এতগুলো স্ত্রী থাকার পরও তিনি সকলের প্রতি ইনসাফ কায়েম করেছেন। কারো প্রতি বিন্দু পরিমান অন্যায় তিনি হতে দেননি।
বর্তমান সমাজে আমরা দেখি শুরু পারিবারিক কলহ, দ্বন্দ। এই সব কিছু সমাধান করা সম্ভব যদি আমরা নবিজীর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে তা বাস্তবায়ন করতে পারি। এই লেখনি আমরা নবিজীর ﷺ বৈবাহিক জীবনী নিয়ে আলোচনা করবো ইংশাআল্লাহ। এবং তা থেকে শিক্ষা নিয়ে কিভাবে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে জীবনকে সহজ ও শান্তিময় করা যায় তা দেখবো, ইংশাআল্লাহ।

টপিক-২:স্ত্রীদের সাথে নবিজির ﷺআচরণ।

স্ত্রীদের সাথে নবীজির ﷺ আচরণ সবকালে সবার জন্য অনুকরণীয়।
নবীজি তার স্ত্রীদের সাথে সুখ ও শান্তিতে জীবন কাটিয়েছেন তা আল্লাহর কালামের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি
"তাদের সাথে দয়ার্দ্র জীবন যাপন করো" (আল কুরআন,৪:১৯)
এখানে দয়া কথাটা ব্যাপক অর্থ বহন করে। এর মাঝে সব কথা ও মহান আচরণ অন্তর্ভুক্ত। নবীজি স্ত্রীদের সাথে ব্যবহারের দিক দিয়ে অনুপম আর্দশ ছিলেন সবার জন্য।আর কেনই বা হবেন না,তিনি নিজেই বলেছেন -"তোমাদের মাঝে সর্বোওম সেই, যে তার স্ত্রীর সাথে ব্যবহারে সর্বোওম।নিশ্চয়ই আমি আমার স্ত্রীদের সাথে আচরণে সর্বোওম। "- তিরমিযী(৩৮৯৫)

নবীজির ﷺ স্ত্রীদের সাথে যে মহান ও নরম আচরণ করতেন তা তার জীবনিতে প্রচুর প্রমান পাওয়া। আজকাল মানুষ যদি নবীজির আর্দশকে বাস্তবায়ন করতো তাহলে, অনেক বৈবাহিক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।নবীজি কিভাবে তার স্ত্রীগনের সাথে মধুর সময় কাটিয়েছেন, কিভাবে স্ত্রীদের সাতে সমতা রক্ষা করেছেন, এবং কিভাবেই বা তাদের দোষগুলো উপেক্ষা করেছেন তা থেকে শিক্ষা নিয়ে সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। তবেই না আমাদের পরিবারগুলো গড়ে উঠবে একটি আর্দশ পরিবারে।

ইবনে আব্বাস রাযি: থেকে বর্ণিত,"আল্লাহর রাসূল ﷺ ফজরের সালাত শেষে তার জায়গায় বসে থাকতেন এবং সূর্য ওঠা পযন্ত লোকরা গ
তাকে ঘিরে থাকত।সূর্য উঠলে তিনি ﷺ তার স্ত্রীদের কাছে একে একে গিয়ে সালাম দিয়ে দুআ করতেন। এরপর তিনিﷺ,সে দিন যে স্ত্রীর ঘরে থাকার পালা তাকত, তার ঘরে গিয়ে থাকতেন।"আল মুজাম আল -আওসাতে ৫২১৬ তাবারানী
খেয়াল করলে দেখতে পাবেন প্রতিদিন সকালে তিনি এই কাজ করতেন এবং এটিই ছিল তার দিনের প্রথম কাজ। তার স্ত্রীরা প্রতিদিন নবীজিকে দেখতে পেতেন। মানে প্রত্যেকটা দিন। নবীজিকে কাছে পেতে তাদের দিনের পী দিন বা মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হতো না। একটা মানুষ এতো ব্যস্ততার পরেও নিয়ম মেনে তা পালন করতেন। কিন্তু সমাজে এমন অনেক পরিবার দেখা যায় যেখানে স্বামী সারাদিন বাইরে

থাকে, রাতে ফিরে তাও আবার ফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়।এতোক্ষণে স্ত্রী ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েওযায়। চিন্তা করুন, তার স্ত্রীর সাথে ঔ মানুষটা সম্পর্কে কেমন হতে পারে।

রাসূল ﷺ প্রচুর ব্যস্ততার মাঝেও স্ত্রীদের কথা শুনতেন। এক রাতে আয়িশা রাযি: নবীজিকে ﷺ উম্মে জারের গল্প বলছিলেন একবার এগারোজন নারী একসাথে জড়ো হয়ে কোনো গোপনীয়তা ছাড়াই নিজ নিজ স্বামীর ব্যাপারে বলবে বলে শপথ নিল।তারপর প্রত্যেকেই ্তার স্বামী সম্পর্কে বলল।উম্মে জার তার স্বামীর অনুগ্রহ ও ভালোবাসায় বর্ণনা দেওয়ার পর দেখা গেল,তাদের মধ্যে তার স্বামীই সর্বোওম ছিল। আয়িশা রাযি: বলেন, “আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, আমি তোমার কাছে তেমন, যেমবটা ছিল আবু জার উম্মে জারের কাছে।”বুখারী(৫১৮৯) ও মুসলিম (২৪৪৮)

একজন স্বামীকে অব্যশই উচিত শত ব্যস্ততার মাঝে তার স্ত্রীর জন্য সময় বের করা।

টপিক-৩খাদিজা রাযি প্রতি নবীজির সা এর ভালোবাসা:

রাসূল ﷺ এর প্রথম স্ত্রী খাদিজা রা্যি: নবীজির জীবনদশায় ইন্তেকাল করেন। তিনিﷺ তার জীবনদশায় ও মৃত্যু পরও প্রসংশা করতেন। এমনকি তার যতগুলো স্ত্রী আছে তাদের সবার থেকে বেশি প্রসংশা করতেন।

আয়শা রাযি:থেকে বর্ণিত",রাসুলুল্লাহ ﷺএর স্ত্রীদের ব্যাপারে আমার মনে কখনো ঈর্ষা জাগেনি, কেবল খাদিজা রাযি ছাড়া, যেখানে কিনা তাকে আমি কখনো দেখিনি।যখনই আল্লাহর রাসূল ﷺ কোনো ভেড়া জবাই করতেন করতেন, তিনি ﷺ বলতেন, "এটি খাদিজাট বান্ধবীদের কাছে পাঠাও"।একদিন আমি তাকে বললাম, আপনার মনে খাদিজার গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি।এ কথা শুনে নবীজি ﷺ প্রসংয়া করে বললেন, সে তো এমন এমন ধরনের ছিল এবং সে তো আমার সন্তানদের মা।"বুখারী ৩৮১৮ ও মুসলিম ২৪৩৫

ইবনে হাজর রাহ: বলেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ কখনো তার প্রসংশা করতে ভুলতেন না। এমনকি তার মৃত্যুর পরেও প্রসংশা বন্ধ করেননি। বরং নবীজি ﷺ তার মৃত্যুর পরও তার কথা মনে করতেন, তার প্রসংশা ও ভালো গুনগুলো বর্ণনা করতেন। তিনি কত বিদুষী ছিলেন, সে কথা বলতেন। মারিয়ামের পুএ ইব্রাহিম ছাড়া আল্লাহর রাসূলের ﷺ সব সন্তানের মা ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন তার দুই ছেলে ও চার মেয়ের মা, তারা হলেন :-কাশিম, আব্দুল্লাহ, যায়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম এবং ফাতিমা।

আয়িশা রাযি থেকে বর্ণিত, "যখনই আল্লাহর রাসূল ﷺ খাদিজা রাযি : নাম উল্লপখ করতেন, তার প্রসংশা করতেন। তার প্রসংশা করা এবং আল্লাহর কাছে দুআ করার ব্যাপারে কখনোই তিনি ক্লান্ত হতেন না।" তাবারানী (৩১৯/১)

অথচ বর্তমানে বৈবাহিক সম্পর্কে গুলোর দিকে তাকালে দেখতে পাই, কোনো ব্যক্তি স্ত্রী মারা গেলে দ্বিতীয় স্ত্রীর সামনে প্রথম স্ত্রীর খারাপ দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করতে বিন্দু পরিমান দ্বিধা করে না। আল্লাহর রাসূল ﷺ জীবনে কোনো পযার্য়ের ভুলেননি খাদিজা রাযি : অবদান। তিনি যেমন তার প্রসংশা করতে তেমনি সাধ্য অনুযায়ী তার আত্নীদের সদাকা করতেন।

আয়িশা রাযি : থেকে বর্ণিত, "একবার খাদিজার বোন হালা বিনতে খুওয়াইলিদ আল্লাহর রাসূলের ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। তার গলার স্বর খাদিজার কন্ঠের অনুরূপ ছিল। এতে রাসূলের ﷺ খাদিজা রাযি: কথা মনে পড়ল। তিনি খুশিতে বলে উঠলেন

“হে আল্লাহ, এটা যেন হালা (খাদিজার বোন)হয়! আমি ঈর্ষা অনুভব করলাম ;বললান, আপনি কুরাইশের সেই বৃদ্ধা মহিলার কথা এখনো বলেন, যার কিনা দাত পরে গিয়েছিল(বৃদ্ধ বয়সের কারণে) ;অনেক আগেই যে কিনা মারা গিয়েছে আর আল্লাহ আপনার জন্য উওম আরেকজন দিয়ে তাকে প্রতিস্থাপন করেছেন। তার মুখের অভিব্যক্তি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠল, যা আমি তার মধ্যে কেবলমাত্র আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে দেখতে পেতাম (পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মতো আযাবের ভয়ে) কিংবা তার ওপর যকন ওহী আসত।তিনি ﷺ বললেন, আল্লাহ আমাকে তার চেয়ে উত্তম কাউকে দিয়ে প্রতিস্থাপন করেননি। সে আমার ওপর বিশ্বাস করেছিল, যকন লোকেরা আমাকে অবিশ্বাস করত।সে আমাকে তার সম্পদ দিয়ে শক্তি যুগিয়েছিল, যখন লোকেরা আমাকে পরিত্যাগ করেছিল।তার মাধ্যমেই আল্লাহ আমাকে সন্তান দিয়েছেন। একথা শুনে আয়িশা রাযি :তাকে বললেন, যিনি আপনাকে সত্য বাণীসহ পাঠিয়েছেন,আমি তার কসম করে বলছি, আজকের পর আমি তার প্রসংশা ছাড়া আর কোনো কথা বলব না। ”আহমাদ (২৪৩৪৩) এবং আত -তাবাাানী (১৪ /২৩)

ইবনে হাজর বলেন, “এ হাদিস প্রমান করে যে, যখন কেই কাউকে ভালোবাসে,তখন সে যে সব বিষয়কেও ভালোবাসে, যা মাশুক (প্রেমাস্পদ) ভালোবাসে। মাশুকের সাথে সম্পর্কিত, এমনকি তার সাথে চেহারার মিল আছে, এমন ব্যক্তিদেরকেও সে ভালোবাসে।”ফাতহুল বারী (১৪০/৭)

আয়িশা রাযি : থেকে বর্ণিত, “রাসুলুল্লাহ ﷺখাদিজার কতা ঘন ঘন উল্লেখ করতেন। যখনই নবীজি ﷺ কোনো ভেড়া কুরবানি করতেন, মাংস কেটে টুকরো করার পর কিছু অংশ তার বান্ধবীদের কাছেও হাদিয়া পাঠাতেন।”বুখারী (৩৫৩৪) ও মুসলিম (২৪৩৫) অন্য বর্ণনায় আছে, “যখনই নবীজি ﷺ কোনো ভেড়া কুরবানী করতেন,তিনি তার বান্ধবীদের খোঁজ নিতেন এবং তাদের জন্য উপহারস্বরূপ মাংস পাঠাতেন।”তিরমিযী (১৯৪০)।

আল -মুবারকপুরী রাহ বলেন,“ খাদিজার বান্ধবীদের উপহার দেওয়া তার প্রতি নবীজির ﷺ ভালোবাসার প্রতিফলন ; তার দয়ার কথা স্মরণ করে এমনটা করতেন তিনি। ”তুহফাতুল আওযায়ী (
১৩৪ /৬)

আনাস রাযি থেকে বর্ণিত, “যখনই আল্লাহর রাসূল ﷺ কোনো উপহার পেতেন, তিনি বলতেন, এটি অমুকের কাছে নিয়ে যাও,কেননা সে খাদিজার বান্ধবী। এর কিছু তমুকের কাছে নিয়ে যাও, কারন সে খাদিজাকে ভালোবাসে।”আদাবুল মুফরাদ (২৩২)

টপিক -৪:স্ত্রীদের প্রতি নবীজি ﷺ ভালোবাসার প্রকাশে সুবিদিত ছিলেন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ খাদিজা রাযি সম্পর্কে বলেন, “তার প্রতি ভালোবাসা আল্লাহ নিজেই আমার হৃদয়ে গেঁথে দিয়েছেন। ”মুসলিম (২৪৩৫)

নববী রাহ:বলেন, “এহাদিস এটিই ইঙ্গিত করে আল্লাহ এ অনুমোদন খাদিজার (নবীজি ﷺ প্রতি) ভালোবাসাপূর্ণ আচরণের কারণে সম্ভব হয়েছে।”মুসলিম (২০১/১৫) গ্রন্থের ব্যাখ্যা, নববী (রাহ:)

আয়িশা রাযি জন্য আল্লাহর রাসূলের ﷺ ভালোবাসা অনেক সুস্পষ্ট ও সাবলীল ছিল।তিনি একমাত্র রাসূল ﷺ এর কুমারি স্ত্রী ছিলেন। নবীজি ﷺ তার মতো কাউকে ভালো বাসেননি। আল্লাহর রাসূল ﷺ তার প্রতি ভালোবাসা কখনোই লুকাতেন না।

আমর ইবনে আল -আস রাযি আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাস করলেন, “মানুষের মধ্যে কে আপনার সবচেয়ে প্রিয়? নবীজি ﷺ বললেন, আয়িশা। তিনি (আমর) তখন জিজ্ঞেস করলেন, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি ﷺ বললেন, তার বাবা।”বুখারী (৩৬৬২) ও মুসলিম (২৩৮৪)

এমন অনেক মানুষ আছে যারা নবীজির ﷺ সুন্নতের বাইরে গিয়ে স্ত্রীকে ভালোবাসা প্রকাশ করে না।এটা অনুচিত কাজ। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা এমন এক কাজ, যার মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক মমতাপূর্ন ও শক্তিশালী হয় এবং সুখী সংসার গড়া সম্ভব। স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসায় সিক্ত রাখবে এবং মাঝে মাঝেই তাকে ভালোবাসার কথা জানাবে -এমনটি মেয়েরা খুবই পছন্দ করে। এটা দূর্ভাগ্যের বিষয় যে অনেক নারীই পরকিয়ায় জড়িয়ে পড়ে শুধু মিষ্টি মিষ্টি কথার কারণে যা তারা স্বামী কাছে কখনোই পায় না।

উরওয়া রাযি: তার খালা আয়িশা রাযি : থেকে বর্ননা করেন, আয়িশা রাযি বলেন, নবীজি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের চুমো দিয়ে উযু না করেই জামাআতের সাথে সালাতের জন্য বেরিয়ে যেতেন। আমি বললাম, এটি নিশ্চয়ই আপনার ক্ষেএে হতো। তিনি শুনে হেসে উঠলেন। তিরমিযী৭৯, আবু দাউদ(১৭৮), নাসাঈ(১৭০) ইবনে মাজাহ (৫০২)
নবীজি ﷺ সাওম রেখেও তাঁর স্ত্রীদের চুমো দিতেন। আয়িশা রাযি বলেন, "নবীজি ﷺ সাওম রেকে তাঁর স্ত্রীদের চুমো দিতেন এবং আলিঙ্গন করতেন। আর তোমাদের মধ্যে প্রবৃত্তির উপর সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ তাঁরই ছিল।"
বুখারী (১৯২৭) ও মুসলিম (১১০৬)
আয়িশা রাযি থেকে বর্ণিত, "ঋতুবতী অবস্থায় আমি পান করে (পাএটি)নবীজির ﷺ হাতে দিলে আমি যেখানে মুখ লাগাতাম, তিনি পাএের স জায়গাতেই মুক লাগিয়ে পান করতেন। আমি কোনো হাড় থেকে মাংস খেলে তিনি হাড়ের সেখানে মুখ লাগিয়ে খেতেন, যেখানে আমি খেয়েছি।"মুসলিম ৩০০
আলি আল-কারী রাহ বলেন, আয়িশা রাযি প্রতি ভালোবাসা দেখানোর জনয় তিনি ﷺ তার প্রতিটি পদচিহ্ন অনুসরণ করতেন। মিরক্বাত আল মাফাতূহব(৪৮৭/ ২)
আয়িশা রাযি বলেন, ঋতুবতী অবস্থায় আমার উরুর ওপর নবীজি ﷺ মাথা রেখে ঘুমাতেন। তারপর ঘুম থেকে উঠে তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন।বুখারী(৩৬৭২) ও মুসলিন (২৬৭)
এই হাদিসে আমরা নবীজির উন্নত আখলাক ও চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এই হাদিস থেকে আমরা এটাও শিক্ষা পাই যে ঋতুবতী অবস্থায় স্ত্রীকে স্পর্শ করা, চলা ফেরা করা উঠন বসোন করা জায়েজ আছে।
নবীজির ﷺ আরেক স্ত্রী উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত, "একবার এক পশমি চাদরের নিচে আমি নবীজির ﷺ সঙ্গে শুয়ে ছিলাম ; সে অবস্থায় আমার মাসিক শুরু হলো। চাদর থেকে আস্তে করে বের হয়ে আমার মাসিকের কাপড় পরলাম। তিনি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি ঋতুস্রাব হয়েছে? আমি বললাম, হ্যা। তিনি আমাকে ডাকলেন ন,আমি আবার চাদরের ভেতর শুয়ে পড়লাম। "বুখারী (২৯৮) ও মুসলিম (২৯৬)
নববী রাহ বলেন, সম্ভবত তিনি আশঙ্কা করছিলেন মাসিকের রক্ত হয়তো নবীজির ﷺ গায়ে লেগে যাবে, তাই আস্ত করে বের হয়ে গিয়েছিলন। এটিও হতে পারেযে, তিনি রক্ত আসায় বিরক্ত হয়ে কাপড় পরিবর্তন করে পরিষ্কার কাপর পরার জন্য বের হয়েছিলেন। মুসলিম গ্রন্থের ২০৭/৩ ব্যাখ্যায় নববী রাহ

নবীজির ﷺ স্ত্রী মায়মুনা রায়ি থেকে বর্ণিত, মাসিক অবস্থায় ও আল্লাহর রাসূলের ﷺসাথে শুয়ে থাকতাম এবং আমাদের মাঝখানে কাপড় থাকত।মুসলিম (২৯৫)

আয়িশা রাযি বলেন, "আমি আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে একই পাএবল থেকে গোসল করতাম। তিনি আমার আগে পানি নেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতাম, আর আমি তাঁর আগে নেওয়ার জন্য। তিনি ﷺ বলতেন, আমার জন্য রাখো।আমি বলতাম,আমার জনয় রাখুন।"বুখারী ২৫০, মুসলিম ৩২১ এবং নাসাঈ ২৩৯

উপরে বর্ণিত হাদিসগুলোতে আমরা দেখতে পাই রাসূল ﷺ হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীদের মানসিক অবস্থা বোঝার চেষ্ট করতেন।

টপিক- ৫ রাসূল ﷺ আদর্শ স্বামী হিসেবে স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ।

আয়িশা রাযি থেকে বর্ণিত,একদিনকিছু হাবশি বালক মসজিদে ঢুকে খেলতে শুরু করলো। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, হুমাইরা তুমি কি তীর খেলা দেখবে? আমি বললাম, হ্যা।সুনান আল কবরাতে ৮৯৫১ নাসাঈ।

কাজি আইয়্যায রাহ বলেন, এবাবে উপনাম দিয়ে তিনি ﷺ তার প্রেম ও ভালোবাসা প্রকাশ করতেন। মাশারিক আল আনওয়ার৭০২/১

সাফিয়া বিনতে হুওয়াই রাযি থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ ইতিকাফে (ইবাদতের জন্য বাইরের দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে মসজিদে অবস্থান করেন)ছিলেন এবল আমি রাতে তার সাথে দেখা করতে গেলাম। তাঁর সাথে কথা বলে আমি উঠে এলাম। তিনি ﷺ আমার সঙ্গে উঠে এসে বাসা পযন্ত পৌছায় দিতে এলেন। দুজন আনসারী আমাদের পাশ দিয়ে গেল।নবীজিকে ﷺ দেকে তারা যাওয়ার গতি বাড়ালো। নবীজি ﷺ বলে উঠলেন, থামো, সে সাফিয়্যা বিনতে হুওয়াই (আমার স্ত্রী)। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ আমরা আল্লাহর রাসূল (আমরা আপনার সম্পর্কে কোনো সন্দেহ করি না) এ কথা শুনে নবীজি বললেন,শয়তান মানুষের রক্তের মধ্যে দিয়ে চলে। আমার আশঙ্খা হলো সে হয়তো তোমাদের অন্তরে (সন্দেহ) ওয়াস ওয়াসা দেবে। বুখারীর ২০৩৮ও মুসলিম ২১৭৫

যদিও ইতিকাফ অবস্থায় কোনো বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া নিয়ত করার পর বাইরে বের হওয়া উচিত ময়।তবুও আল্লাহর রাসূল ﷺ ইবাদাতের কিছু টা বিঘ্ন ঘটিয়ে পথে রক্ষার জন্য স্ত্রীকে বারি পযন্ত এগিয়ে দিলেন।

আয়েশা রাযি থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর পথে (জিহাদ) ছাড়া কখনোই কোনো খাদেম বা মহিলাকে আঘাত করেননি। মুসলিম ২৩২৮

উমার রাযি আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে এসে বললেন, নারীরা তাদের স্বামীদের সাথে উদ্ধত হয়ে উঠেছে।তখন তিনি ﷺ তাদের সামান্যভাবে আঘাতের অনুমতি দিলেন। এরপর অনেক মহিলা রাসুলুল্লাহর ﷺ স্ত্রীদের কাছে প্রহারের ব্যাপারে অভিযোগ করতে লাগলো।তিনি ﷺ শুনে বললেন, অনেক মহিলা মুহাম্মদের স্ত্রীদের কাছে তাদের স্বামীদের ব্যাপারে অভিযোগ করেছে।যারা স্ত্রীদের আঘাত করে, তারা তোমাদের মধ্যে সবোওম নয়।আবু দাউদব২১৪৬ এবং ইবনে মাজাহ ১৯৮৫

আসিম আবাদী রাহ বলেন,যারা (স্ত্রীদের আঘাত) করে, তারা তোমাদের মধ্যে সর্বোওম নয় -এি কথার অর্থ হলো, যারা স্ত্রীদের প্রহার করে তারা উত্তম নয়, বরং যারা ধৈর্যসহকারে স্ত্রীদের খারাপ বা ভুল আচরণ সহ্য করে এবং তাদের প্রহার করা থেকে বিরত থাকে, তারাই তোমাদের মধ্যে সর্বোওম।আওন আল -মা' বূদ১৩০/৬

আবু হুরাইরা রাযি থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ ﷺ বলছেন, নারীদের ব্যাপারে আমার নির্দেশ মেনে চলো। নারীদের সাথে দয়ার সাথে আচরণ করো।বুখারী৩৩৩১ ও মুসলিম ১৪৬৮

আল্লাহর রাসূল ﷺ আরও বলেন নারীরা পাজরের বাকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা একে সোজা করতে গেলে ভেঙ্গে ফেলবো। তাই তার ব্যবহারসহ্য করে চলো, তার সাাথসুখে বসবাস করতে পারবে।আহমাদ ১৯৫৮৯

আবু হুরাইরা রাযি থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, একজন মুমিন কখনোি যেন একজন মুমিন নারীকে (তার স্ত্রীকে)ঘৃণা না করে। যদি সে তার কোনো কিছু অপছন্দ করেন,তবে তার এমন গুনও তো রয়েছে যা সে পছন্দ করে। মুসলিম ২৬৭২

নববী রাহ বলেন, এর অর্থ হলো, তার ঘৃণা করা অনুচিত। কারণ, স্ত্রীর মাঝে যেমন অপছন্দনীয় বিষয় আছে,তেমননি এমন অনেক গুন আছে যা তার পছন্দনীয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন মহিলা অনেক রূঢ়ভাষী, কিন্তু একই সাথে সে অনেক দ্বীনদার, সতি -সাধ্বী।মুসলিম গ্রন্থের ৫৮/১০ব্যাখ্যায় নববী রাহ

টপিক -৬: স্ত্রীদের অসুস্থতা ও দৈনন্দিন জীবনে নবিজী ﷺ

নবীজি ﷺ স্ত্রীদের মন খারাপ খুব ভালোভাবেি বুঝতে পারতেন।

নবীজি ﷺ আয়িশাকে রাযি বললেন, আমি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি, কখন তুমি আমার উপর খুশি থাক, আর কখন মন খারাপ করে থাক। আয়শা রাযি জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে বুঝতে পারেন? তিনি ﷺ উত্তর দিলেন ন,যখন তুমি সন্তুষ্ট থাক, তখন শপথের সময় বল, মুহাম্মদের রবের কসম, আর যখন মন খারাপ কর, তখন বলো ইবরাহীমের রবের কসম। আয়িশা রাযি বললেন, হ্যা (আপনি ঠিক বলেছেন) আল্লাহর রাসূল,সে সময় শুধু আপনার নাম উচ্চারণ করা থেকেই বিরত থাকি।বুখারী ৫২২৮ ও মুসলিম ২৪৩৯

স্ত্রীদের অনুভূতির ব্যাপারে আরেকটা ঘটনা পাওয়া যায়,।একবার তার ﷺ দুই স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্য হলো।হাফসা রাযি সাফিয়্যা রাযি কে ইহুদীকন্যা বলায় সাফিয়্যা কষ্ট পেলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে নবীজির ﷺ কাছে অভিযোগ করলেন। নবীজি ﷺ তার পক্ষ নিয়ে তাকে সান্ত্বনা জানালেন এবং তাঁর কথা শুনে সাফিয়্যা খুশি হয়ে গেলেন। নারীদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে পুরুষের খেয়াল রাখা উচিত। বিশেষ করে করে হায়েজ নেফাসের সময়।

"বিদায় হজ্জের সময় আয়িশা রাযি মাসিক শুরু হলো। কষ্টে তার চোখে পানি চলে এলো। আল্লাহর রাসূল ﷺ ঘরে ঢুকে তার চোখে পানি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? তোমার মাসিক শুরু হয়েছে? আয়িশা রাযি বললেন, হ্যা।নবীজি ﷺজবাব দিলেন, এটা এমন এক একটি ব্যাপার, যা আল্লাহ নারীদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। একজন হজ্বের সময় যা করে, সব কিছুই তুমি করতে থাকো,শুধু তাওয়াফ করো না।" পরে মাসিক শেষ হলে তিনি হজ্ব সম্পন্ন করেন।মাসিকের কারণে তার উমরায় বাদ পড়ে যাওয়া কাজগুলো তিনি শেষ করতে চাইলেন। নবীজি ﷺ (আয়িশার ভাই) আব্দুর রহমানকে তানঈম এলাকায় তাকে নিয়ে ইহরাম শেষ করানোর জন্য যেতে বললেন। বুখারী ৩১৬ ও মুসলিম ১২১১

নুমান ইবনে আল -বশির থেকে বর্ণিত, আবু বাকর রাযি আল্লাহর রাসূলের ﷺঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন,। এ সময় বাইরে থেকে তিনি শুনতে পেলেন আয়িশা রাযি রাসুলুল্লাহর ﷺ চেয়ে উচু গলায় কতা বলছে। ঘরে প্রবেশের অনুমতি পেয়ে তিনি আয়িশাকে রাযি(কিছুটা রাগান্বিত হয়ে) নিজের দিকে টেনে বললেন, তোমার সাহস

কত! আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে উচু গলায় কথা বলো।আল্লাহর রাসূল ﷺ (তাকে রক্ষা করার জন্য) তাদের মাঝে দাড়িয়ে গেলেন। আবু বাকর রাযি চলে গেলে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, দেখলে কিভাবে তেমাদেদ মাঝে এসে তোমাকে বাচিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ পর আবু বাকর রাযি আবার ফিরে এসে তাদের দুজনকে হাস্যোজ্জ্বল দেখলেন। আবু বাকর রাযি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আপনাদের যুদ্ধে যেমন শরিক হয়েছিলাম আপনাদের খুশিতেও শরিক করুন। আহমাদব১৭৯২৭

রাসূল ﷺ স্ত্রীদের সাথে কতটা বিনয়ী ছিলেন। তাদের অনুপযুক্ত আচরণ ও সহয় করতেন। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখি স্ত্রীর সাথে বাড়ির কাজের লোকের মতো আচরণ করে। পান থেকে চুন খোসলেই গালিগালাজ শুরু করে দেয়। যা একবারে অনুচিত কাজ।

আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, আয়িশাকে রাযি জিজ্ঞেস করা হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ বাড়ির ভেতরে কী কী কাজ করতেন? তিনি জবাব দিলেন, নবীজি ﷺ স্ত্রীদের কাজে সাহায্য করতেন এবং সালাতের সময় হলে উঠে চলে যেতেন। বুখারী ৬৭৬

অন্য বর্ণনায় আছে, নবীজি ﷺ তো একজন মানুষই ছিলেন, যিনি নিজেইনিজের কাপড় সেলাই করতেন, ভেড়ার দুধ দোয়াতেন এবং পুরুষরা বাসায় সচরাচর যেসব কাজ করে, সেগুলো করতেন। আদাবুল মুফরাদ ৫৪১ও তিরমিযী ১১৩

টপিক ৭: নবীজি ﷺ স্ত্রীদের সাথে হালাল বিনোদন উপভোগ করতেন

আয়িশা রাযি থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ (আমার ঘরে)এসে দেখলেন, দুি বালিকা বুয়াসের যুদ্ধে আনসারদের দুই গোত্রের (আউস ও খাযরাজ)কবিতা আবৃতি করছেন। তিনি ﷺ বিছানায় অন্যমুখে ঘুরে শুয়ে পড়লেন। তারপর আবু বাকর এসে আমাকে বকা দিতে লাগলেন, রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘরে শয়তান যন্ত্র(কবিতা)!আল্লাহর রাসূল ﷺ তার দিকে ফিরে বললেন, ওদের ছেড়ে দাও। এরপর তিনি ﷺ আমাদের থেকে মনেযোগ সরিয়ে নিলেন। আমি তাদেরকে ইশারায় চলে যেতে বললাম আর এটা ঘটেছিল ইদের দিন। বুখারী ৯৫০ ও মুসলিম ৮৯২

ইবনে হাজর রাহ বলেন, এই রেওয়ায়েত প্রমান করে যে, ঈদের দিনে পরিবারের আনন্দের ব্যবস্তা করা (নিষিদ্ধ নয় এমন কিছু দিয়ে)এবং (রমাদানের সিয়াম ও দীর্ঘ রজনীর কিয়ামের পর)ইবাদাতের পর আরাম করা উওম। এ থেকে এটিও শেখা যায়,

স্ত্রীদের ব্যাপারে নরম থাকা এবং তার ভালোবাসা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। ফাতহুল বারী (৪৪৩/২)

ইবনে রজব রাহ আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদ ও বিয়ে উপলক্ষে তার স্ত্রীদের বাদ্যযন্ত ব্যবহার না করে কবিতা আবৃত্তি করে আনন্দ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে দফ নামক বাদ্যযন্ত ছাড় রয়েছে ।

আয়িশা রাযি থেকে বর্ণিত,আমি নবীজি ﷺ উপস্থিতিতে পুতুল খেলতাম এবং অনেক সময় আমার বান্ধবীরাও আমার সাথে খেলতো।আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার ঘরে ঢুকলে তারা লুকিয়ে পড়ত। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদেরকে আমার খেলা করার জন্য ডাক দিতেন। বুখারী৬১৩০ ও মুসলিম ২৪৪০

আয়িশা রাযি থেকে বর্ণিত, তাবূক বা খাইবার (রাবী এ ব্যাপারে অনিশ্চিত) অভিযানের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ বাসায় পৌছলেন। এমন সময় গুদামঘরের পর্দা বাতাসে সরে গেল এবং আমার কিছু খেলনা দেখা গেল। নবীজি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন,এগুলো কি? আমি জবাব দিলাম, আমার পুতুল। সেগুলোর মধ্যে নবীজি ﷺ একটি কাপড়ের তৈরি ডানাওয়ালা ঘোড়া দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন,এটি ওপর এগুলো কী?বললাম, ডানা। তিনি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, দুই ডানাওয়ালা ঘোড়া?আমি বললাম,আপনি শোনেননি সুলায়মানের (আলাইহিস সালাম) ঘোড়ারও ডানা ছিল।

কাসিমী রাহ বলেন, কৌতুক আর মজা করলে নারীরা অনেক আমোদিত হয়।মাওইযাত আল -মুমিনীন (পৃষ্ঠা ১৬৮)

রাসুলুল্লাহ ﷺ তার স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতাও করতেন।

আয়িশা রাযি থেকে বর্ণিত, আমি রাসুলুল্লাহর ﷺ সাথে এক সফরে ছিলাম। তখনো আমার শরীরে ভারত্ব আসেনি।। নবীজি ﷺ অন্যদের বললেন, এগিয়ে যাও,।তারা তা ই করল। তারপর তিনি ﷺ আমাকে বলেন, আসোব,দৌড় -প্রতিযোগিতা করি।দৌড়ে আমি তাকে হারিয়ে দিলাম। বেশ কিছু সম পরের কথা। আমার শরীরে মাংস লেগেছে অর্থাৎ শরীরিক ভারত্ব এসেছে, সেই দৌড়ের কথাও ভুলে গিয়েছি।একদিন তার সাথে আবার সফরে ছিলাম। নবীজি ﷺ অন্যদের বললেন, এগিয়ে যাও।তারা তা ই করল। তারপর তিনি ﷺ আমাকে বলেন, আসো, দৌড় -প্রতিযোগিতা করি।এবার সদৌড়ে তিনি আমাকে হারিয়ে দিলেন। তিনি ﷺ হাসতে হাসতে বললেন, এটা সেটার বদল।আহমাদ ২৫৭৪৫,আবু দাউদ ২৫৭৮

একবার চিন্তা করুন, নবীজী যিনি কিনা বড় বড় যুদ্ধ পরিচালনা করতেন, রাস্ট্র নায়ক,এতে কিছুর পরও স্ত্রীর সাথে সেই প্রতিযোগিতার কথা মনে রেখেছেন।অথচ আজকাল মানুষ স্ত্রীর সাথে হালাল বিনোদন তো দূরের কথা প্রয়োজনীয় কথাটুকুও বলে না।

আয়িশা রাযি থেকে বর্ণিত, সাওদা বিনতে যামআ (নবীজির ﷺ স্ত্রী) একদিন আমাদের ঘরে আসলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার ও তার মাঝে বসে এক পা আমার কোলে আর অপর পা তার কোলের উপর রাখলেন। আমি সাওদার জন্য হারিনা (মসুর, ছোলা এবং ধনে দিয়ে এক ধরনের স্যুপ) রান্না করলাম। আমি তাকে বললাম খান,। তিনি খেতে চাইলেন না। তকন আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আপনি খাবেন, নাহলে আমি আপনার মুখে ঢেলে দিব। এরপরও তিনি খেতে চাইলেন না।আমি তখন তার মুখে এর কিছুটা ঢেলে দিলাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ হাসতে শুরু করলেন এবল উরু দিয়ে সাওদাকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে করতে বললেন, ওর মুখেও ঢেলে দাও। তিনি তা ই করলেন। তিনি ﷺ আবার হাসতে শুরু করলেন। হঠাৎ আমরা উমারকে রাযি বলতে শুনলাম, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার! আব্দুল্লাহ ইবনে উমার! আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন আমাদের বললেন, ওঠো, ওঠো! তোমাদের মহখ পরিস্কার করো।আমার মনে হয়, উমারবএখন আসবে।সুনান আল কুবরা গ্রন্থে নাসাঈ ৮৯১৭।

উপরোক্ত রেওয়ায়েত স্ত্রীর সাথে কিভাবে আনন্দঘন পরিবেশে কাটাতে হয় তার শিক্ষা পাই।

তার ﷺ বৈবাহিক জীবন আমাদের জন্য অনুপম আর্দশ। তিনি ﷺ তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের জন্য শিখনীয় হিসেবে রেখে গেছেব।আমরা যদি তার ﷺআর্দশে জীবন সাজাতে পারি তাহলে আমাদের জীবন হবে, পরিবার হবে শান্তির নীড়।নবীজী ﷺবলেন,নারীদের ব্যাপারে আমার পরামর্শ মাথায় রেখো-নারীর সাথে দয়াদ্র আচরণ করো।বুখারী ৩৩৩১ ও মুসলিম ১৪৬৮

টপিক -৮: নবীজি ﷺ যেভাবে তার স্ত্রীদের আমাদের জন্য আদর্শ হিসেবে গড়ে তুলেছেন।

রাসূল ﷺ উম্মার জন্য নারীদের আদর্শ অনুসরণীয় হিসেবে গড়ে তুলার জন্য নানাভাবে তার স্ত্রীদের প্রশিক্ষন দিয়ে গেছেন।

তিনি ﷺ বলেন, আল্লাহ প্রত্যেককে তার অধীনস্থ মানুষের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন, সে কি তার দায়িত্ব পালন করেছে, নাকি ধ্বংস করেছে।এবাবে তিনি মানুষকে তার পারিবারিক দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।নাসাঈ ৯১৭৪

একজন স্বামীর অধীনস্থ হিসবে তার স্ত্রী থাকে। তাই মহান রব্বুল আলামিন প্রত্যেক স্বামীকেই তার অধীনস্থ স্ত্রীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন। তাই প্রত্যেক স্বামীকেই শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে হবে। স্ত্রীকে সঠিক দিক নিদের্শনা দেওয়া স্বামীর দায়িত্ব।

ইবনে উমার রাযি থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন, তোমরা প্রত্যেকেই অভিভাবক, তাই নিজ নিজ অধীনস্থদের ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকবে।একজন শাসক একজন অভিভাবক, সে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে দায়বদ্ধ। একজন পুরুষ ও একজন অভিভাবক, সে তার পরিবারের ব্যাপারে দায়বদ্ধ।

বুখারী ৮৯৩ ও মুসলিম ১৮২৯

উম্মে সালামা রাযি (নবীজির স্ত্রী) থেকে বর্ণিত, এক রাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ উঠে বললেন, সুবহানল্লাহ! আজ রাতে আল্লাহ কত দুঃখ -কষ্ট নাযিল করেছেন, আবার ঐ রাতেই আল্লাহ কত গুপ্তধন নাযিল করেছেন। কে আছো, এখানকার নারীদের (তার স্ত্রী) সালাতের জন্য জাগিয়ে তোলো! এজগতের সুসজ্জিত ব্যক্তিপ দেখা যাবে আখিরাতে উলঙ্গ হয়ে উঠবে।বুখারী ৭০৬৯

রাসূল ﷺ শেষ রাতে নিজে সজাগ থাকতেন এবং স্ত্রীদের ও ইবাদতের ব্যাপারে তাগাদা দিতেন।

আয়িশা রাযি থেকে বর্ণিত,(এজ রাতে) আল্লাহর রাসূল ﷺ আনার হাত ধরলেন এবং চাঁদের দিকে দেখিয়ে বললেন, আয়িশা, এটি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও, কারণ, এর সম্পর্কেই আল্লাহ বলেছেন,وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই, যখন তা বিস্তার লাব করে।) সূরা ফালাক, আয়াত ৩

ইবনে কাসীর রাহ বলেন, তিনি ﷺ রাতের অন্ধকার থেকে আশ্রয় চাইতে বলার কারণ হলো মন্দ সাধারণত রাতে ছড়িয়ে পড়ে।অন্য আরেক হাদীসেও সরাসরি চাঁদের কথা বলা আছে, যা এ আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, কারণ, রাত চেনা যায় চাঁদের দ্বারা এবং এটা কেমন রাতেই দেখা যায়।তাফসীর ইবনে কাসীর ৫৩৬/৮

এই রেওয়ায়েতে আমরা দেখি নবীজি ﷺ শেখানোর ব্যাপারে এতটা আন্তরিক ছিলেন যে, হাত ধরে ধরে স্ত্রীকে শেখাচ্ছেন।

আয়িশা রাযি থেকে বর্নিত, আমি কাবার ভেতরে প্রবেশ করে সালাত পড়তে পছন্দ করতাম। একবার নবীজিﷺ আমার হাত ধরে আমাকে হিজরের (কাবার অর্ধবৃত্তাকার দেয়াল)ভেতরে নিয়ে গিয়ে বললেন, কাবার ভেতর সালাত পড়তে চাইলে হিজরের ভেতর সালাত পড়ো,এটিনকাবারই অংশ। আবু দাউদ ৮০২ ও নাসাঈ ২৯১২

আর তিনি ﷺ এভাবেই ইবাদতের সহজ পদ্ধতি শিখিয়ে দিতেন।

আয়িশা রাযি থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন, আল্লাহর কাছে সেই আমলগুলো প্রিয় যেগুলো নিয়মিত, যদিও তা পরিমানে অল্প হোক না কেন। কাসিম ইবনে মুহাম্মদ রাহ বলেন, আয়িশা রাযি কোনো ইবাদত শুরু করলেন, সেটি কখনোই ছেড়ে দিতেন না।বুখারী ৬৪৬৫ ও মুসলিম ৭৮৩

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত,রাসুলুল্লাহ ﷺমসজিদে প্রবেশ করে দুই খুটির মাঝে একটি দড়ি বাঁধা পেলেন। তিনিﷺ জিজ্ঞেস করলেন,' এটা কি?' লোকেরা উত্তর দিল,এটা যায়নাবের জন্য। তিনি সালাত পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে গেলে এটা ধরে থাকেন।' তিনিﷺ বললেন,'এটা খুলে ফেলো।যতক্ষণ শরীর সতেজ থাকে,সালাত পড়ো,এরপর ক্লান্ত হয়ে গেলে থেমে যাও।"বুখারী ১১৫০ ও মুসলিম ৭৮৪

নববী রাহ. বলেন," এই রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত যে,ইবাদতের ব্যাপারে নিজের উপর কেউ যেন কঠোর না হয়,বরং ভারসাম্য বজায় রাখে।শরীরে উদ্যম থাকা পর্যন্ত ইবাদত করতে থাকবে এবং ক্লান্ত হয়ে গেলে বন্ধ করে দিয়ে (আরাম করে) আরার শক্তি সঞ্চয় করবে।"মুসলিম গ্রন্থের ৭৩/৬ ব্যাখ্যায় নববী রাহ।

ইবনে আল- জাওযী রাহ বলেন, " মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ দুটি কারণে নিয়মিত আমল পছন্দ করেন; প্রথমত, কোনো আমল শুরু করে থামিয়ে দেওয়া সেই আমল ছেড়ে দেওয়ার সমতুল্য। দ্বিতীয়ত,কোনো আমল নিয়মিত করা কোনো দাসের তার প্রভুর

নিয়মিত সেবা করার সমতুল্য। সে এমন এক খাদেম,যে তার প্রভুর দরজার সামনে প্রতিদিন কিছু সময় দাড়িয়ে থাকে।
তার মতো না, যে সারা দিন প্রভুর দরজার সামনে দাড়িয়ে থাকে এবং সে স্থান ত্যাগ করে চিরতরে চলে যায়।ফাতহুল বারী ১০৩/১

টপিক -৯: স্ত্রীদের বেশি বেশি দানের ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের ইবাদতের পাশাপাশি দানের ব্যাপারেও উৎসাহ দিতেন। তিনি ﷺ সম্পদ জমিয়ে রাকা খুবই অপছন্দ করতেন
উদাহারণস্বরূপ,
আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত,রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছেন, ' আয়িশা,নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো,একটি খেজুরের অর্ধেক দান করে হলেও।"আহমাদ ২৩৯৮০
খেজুর আপাতদৃষ্টিতে খুবই সামান্যতম হলেও আল্লাহর রাসূল ﷺ ঔ সামান্যতম জিনিস দানে উৎসাহিক করেছে জাহান্নাম থেকে বাচার জন্য।
আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত,রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন," তোমাদের মাঝে সবার আগে আমার সাথে (জান্নাতে) তার দেখা হবে,যকর লম্বা হাত রয়েছে(অর্থাৎ যিনি অনেক বেশি দাস করেন)।" আয়িমা রাযি. বলেন," তখন আমরা আমাদের হাত বাড়িয়ে দিয়ে মাপতে গিয়ে দেখলাম, সব থেকে লম্বা হাত সাওদার,কিন্তু (হাদিসের মতে) লম্বা হাত ছিল যায়নাবের; কারণ, সে নিজ হাতে জিনিস তৈরি করত (ও বিক্রি করতো) এবং সে অর্থ দান করত।"বুখারী১৪২০বও মসলিম ২৪৫২

নববী রাহ বলেন, শুরুতে তারা ভেবেছিলেন যে, নবীজি ﷺ আক্ষরিক অর্থে হাতের দৈর্ঘ্যের কতা বলেছেন, তাই তারা হাতের দৈর্ঘ্য মাপতে গিয়ে দেখলেন, সাওদার হাত দৈর্ঘ্যে লম্বা। অন্যদিকে যায়নাব ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে উদার দানশীল। এবং তিনি মারা গেলে (তিনি নবীজির ﷺ ওর প্রথম মারা যায়) তারা বুঝতে পারলেন, এটি একটি রূওক ছিল। এর দ্বারা নবীজি ﷺ দান করার কথা বুঝিয়েছেন। মুসলিম গ্রন্থের ৮/১৬ ব্যাখ্যায় নববী রাহ

টপিক ১০: নবীজি ﷺ সন্তানের সাথে যেভাবে সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন।

নবীজি ﷺ শিশুদের আনন্দ

কষ্টে মিশে যাওয়া চেষ্টা করতেন। তিনি শিশুর ভালোবাসতেন। তাদের সাথে খেলতেন, কৌতুক শোনাতেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন

রাসূল ﷺ তিন ছেলে ছিল :কাসিম, আবদুল্লাহ এবং ইবরাহীম তিন জনই শিশুকালে ইন্তেকাল করেন।.

তার মোট চরাজন মেয়ে ছিল: যায়নব, রুকাইয়া, ফাতিমা, উম্মে কুলসুম।

তার প্রথম কন্যা যায়নাব এবংতিনি আবুল আস ইবনে রাবীকে বিয়ে করেন। রুকাইয়া তার দ্বিতীয় কন্যা, উসমান ইবনে আফফানের সাথে তার বিয়ে হয়। উম্মে কুলসুম তৃতীয় কন্যা, রুকাইয়ার মৃত্যুর পর উসমান ইবনে আফফান তাকে বিয়ে করেন। সর্বকনিষ্ঠ কন্যা ফাতিমা, তার সাথে আলী ইবনে আবু তালিবের বিয়ে হয়।ফাতিমা রাযি রাসূল ﷺ এর সবচেয়ে প্রিয় কন্যা ছিলেন। এবং নবীজি ইন্তকালের ছয় মাস পর ইন্তেকাল করেন।

টপিক ১১ নাতিদের সাথে নবীজিﷺ

আল্লাহর রাসূলের ﷺ এর সবমোট সাতজন নাতি নাতনি ছিল। তারা হলো :হাসান ইবনে আলী, হুসাইন ইবনে আলী উম্মে কুলসুম বিনতে আলী, যায়নাব বিনতে আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে উসমান, উমামা বিনতে আল আস,আলী ইবনে আল আস

টপিক ১২: উপসংহার

নবীজি ﷺ তার গোটা জীবনে উম্মার জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে রেখে গেছেন। এখন প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব হলো।, এই দৃষ্টন্তকে জীবনে ধারন করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া।তবেই না সুন্দর হবে সমাজ, পরিবার।ইংশাআল্লাহ।